বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফট)

Bangladesh Handicrafts Manufacturers & Exporters Association (BANGLACRAFT)

"ফেয়ার দিয়া কমপ্লেক্স" ১১/৮/ই (৪র্থ তলা) ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।

ফোন ঃ ৪১০৬২৫২৬, ই-মেইল: info@banglacraft.org ,ওয়েবসাইট: www.banglacraft.org

নিউজ লেটার- এপ্রিল ২০২৬

সংখ্যা ০৪ এপ্রিল, ২০২৬

বাণী

প্রিয় বাংলাক্রাফট পরিবার,

বাংলাক্রাফট পরিবারে আমরা সকলেই এক ও অভিন্ন। পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বিশেষ অভিবাদন।

আপনারা অবগত আছেন, পরিচালনা পর্ষদ গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাক্রাফট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে হস্তশিল্প খাতের বর্তমান পরিস্থিতি, করণীয় এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া হস্তশিল্প বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্রের পূর্ণাঙ্গ ফাইল সংবলিত পেনড্রাইভ এবং বাংলাক্রাফট ক্রেস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের হস্তশিল্প শুধু আমাদের অতীতের ঐতিহ্য নয়—এটি আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের শক্ত ভিত্তি। হাজার বছরের সৃজনশীলতা, কারিগরদের মেধা ও পরিশ্রম এবং সংস্কৃতির গভীর শিকড় নিয়ে এই খাত আজ নতুন এক অগ্রযাত্রার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাক্রাফট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—যথাযথ প্রশিক্ষণ, আধুনিক ডিজাইন, গবেষণা ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং সমন্বিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের হস্তশিল্প বিশ্ববাজারে একটি শক্ত ও সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম। আমরা এমন একটি সমন্বিত ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চাই, যেখানে কারিগর, উদ্যোক্তা, ডিজাইনার ও রপ্তানিকারক—সকলেই একসাথে এগিয়ে যাবে।

নারীর ক্ষমতায়ন, তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই আমাদের অগ্রযাত্রার মূল চালিকাশক্তি। উদ্ভাবন ও ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন ঘটিয়ে হস্তশিল্পকে আমরা কেবল জীবিকার মাধ্যম নয়, বরং একটি সম্মানজনক, টেকসই ও সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

আমরা আনন্দের সাথে আপনাদের জানাতে চাই যে, বাংলাক্রাফট অতীতের সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নতুন উদ্যমে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সদস্যদের বাজার সম্প্রসারণ ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি, অতি শিগগিরই আপনারা এসব উদ্যোগের সুফল প্রত্যক্ষ করবেন। এ যাত্রাপথে পূর্বের ন্যায় আগামীতেও আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদের জন্য একান্ত কাম্য।
পরিশেষে, দেশ ও জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বাংলাক্রাফট হস্ত ও কারুশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে—এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আমাদের বিশ্বাস, বাংলার আলো-বাতাস ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা এই হস্ত ও কারুশিল্প যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে।
আপনাদের সকলের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ, সাফল্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ বেলাল হোসাইন
সভাপতি
বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফট)

বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বাংলাক্রাফট)

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫-২০২৭)

মোঃ বেলাল হোসেন
সভাপতি
বাংলাক্রাফট

কাজী শাহাব উদ্দীন
সিনিয়র সহ-সভাপতি
বাংলাক্রাফট

মোঃ মোজাম্মেল হক
সহ-সভাপতি
বাংলাক্রাফট

মুহাম্মাদ জুল হোসাইন জনি
কোষাধ্যক্ষ
বাংলাক্রাফট

প্রণিতা সরকার
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ ফুরকান আলী হাবীব
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ আনোয়ার হোসেন পলাশ
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ নাহিদুল রাসেল
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ মহির আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ জাকিরুল ইসলাম অকুল
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মরিয়ম নার্গিস
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

এম এ জলিল
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ জামাল হোসেন
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

এ. এফ. এম. খালেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

পরিতোষ রায়
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

খালেদা সুলতানা
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

মোহাম্মদ মাহমুদ আলী
কার্যনির্বাহী সদস্য
বাংলাক্রাফট

'এসএমই বৈশাখী মেলা- ১৪৩৩' পরিদর্শনে বাংলাক্রাফট ব্র্যান্ডিং টিম

আজ ১৬ এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'এসএমই বৈশাখী মেলা' পরিদর্শন করেছে বাংলাক্রাফটের ব্র্যান্ডিং টিম। মেলায় প্রদর্শিত দেশীয় হস্ত, পাট ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগত মান এবং কারিগরদের উদ্ভাবনী দক্ষতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে একটি আধুনিক ও বৈশ্বিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে বাংলাক্রাফট। এরই একটি কৌশলগত উদ্যোগ হিসেবে খুব শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড 'RISH'। দেশীয় কাঁচামাল এবং মিনিমালিস্ট ডিজাইনের সমন্বয়ে তৈরি 'RISH' আমাদের হস্তশিল্পকে একটি নতুন, আভিজাত্যপূর্ণ পরিচয়ে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরবে। দেশীয় হস্তশিল্পের প্রসার ও মানোন্নয়নে বাংলাক্রাফট সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ।

আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলমান এই মেলা পরিদর্শন করে দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

'ব্যুরো বাংলাদেশ' (BURO Bangladesh)- এর প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ট্রেজারার মহোদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক মিটিং

হস্তশিল্প খাতের পরিসরকে আরও বড় এবং ইমপ্যাক্টফুল করার লক্ষ্যে বাংলাক্রাফট প্রতিনিয়ত নতুন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ নিয়ে কাজ করছে। ১৭ই এপ্রিল বাংলাক্রাফট কার্যালয়ে 'ব্যুরো বাংলাদেশ' (BURO Bangladesh)-এর প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ট্রেজারার মহোদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক মিটিং সম্পন্ন হয়। আমাদের মূল লক্ষ্য যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূলের কারিগরদের জন্য একটি বৃহত্তর এবং সাসটেইনেবল ইকোসিস্টেম তৈরি করা।

পাশাপাশি ১৯শে এপ্রিল , বাংলাক্রাফটের মাননীয় প্রেসিডেন্টের সাথে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন 'যথাশিল্প'-এর স্বত্বাধিকারী, যিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। দেশীয় শিল্পের শেকড়কে ধরে রেখে কীভাবে এর আধুনিক ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়, সেই স্ট্র্যাটেজিক বিষয়গুলোই ছিল এই ইনসাইটফুল আলোচনার মূল কেন্দ্রে। নতুন অংশীদারিত্ব আর সুদূরপ্রসারী ভিশন নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাক্রাফট!

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির BIGD (BRAC Institute of Governance and Development) আয়োজিত "Rethinking Work in SMEs: Gender, Firms and Policy" শীর্ষক এক বিশেষ পলিসি ডায়ালগে বাংলাক্রাফট-এর অংশগ্রহণ

দেশের হস্তশিল্প খাতের মূল চালিকাশক্তি হলেন আমাদের নারী কারিগর এবং উদ্যোক্তারা। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাংলাক্রাফটের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের ধারাবাহিকতায়, আজ ২০ এপ্রিল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইওএউ (BRAC Institute of Governance and Development) আয়োজিত "Rethinking Work in SMEs: Gender, Firms and Policy" শীর্ষক এক বিশেষ পলিসি ডায়ালগে অংশ নিয়েছে বাংলাক্রাফট। পলিসি মেকার, গবেষক এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে দেশের SME খাতে নারীদের অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ এবং নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত কার্যকরী আলোচনা ও ডেটা উপস্থাপন করা হয়। বাংলাক্রাফট সবসময়ই বিশ্বাস করে, তৃণমূলের নারী কারিগরদের শুধু স্কিল ডেভেলপমেন্ট নয়, বরং একটি টেকসই 'মার্কেট লিংকেজ' এবং সঠিক পলিসি সাপোর্টই পারে তাদের সত্যিকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিতে। আজকের এই ডায়ালগ থেকে প্রাপ্ত পলিসি ইনসাইট এবং গবেষণার ফলাফলগুলো বাংলাক্রাফটের আগামী দিনের উদ্যোগগুলোকে, বিশেষ করে আমাদের 'সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ' মডেলের রূপরেখাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা আশাবাদী।

দেশীয় হস্তশিল্প এবং এর পেছনের কারিগরদের জীবনমান উন্নয়নে এ ধরনের সময়োপযোগী আয়োজনের জন্য BIGD-কে আন্তরিক সাধুবাদ।

এসএমই-বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনায় বাংলাক্রাফটের সক্রিয় অংশগ্রহণ !

এসএমই-বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনায় বাংলাক্রাফটের সক্রিয় অংশগ্রহণ !
২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে এসএমই-বান্ধব প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত যৌক্তিকীকরণ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাক্রাফট ।

সভায় দেশের বিভিন্ন এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড বডির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্যারিফ ও আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাগুলো পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করা হয়, যা আগামী ২৮ এপ্রিল এনবিআর-এর প্রাক-বাজেট সভায় উপস্থাপন করা হবে ।

বাংলাক্রাফটের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেনঃ-

০১ । জনাব মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম, কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাক্রাফট
০২ । জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সচিব, বাংলাক্রাফট

তাঁরা হস্তশিল্প খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেন,

যেমনঃ-

০১ । রপ্তানি আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি ও উৎসে কর প্রত্যাহার
০২ । স্থানীয় কাঁচামাল ক্রয়ে উৎসে কর অব্যাহতি
০৩ । সহজ ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

বাংলাক্রাফট- এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ে চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক । প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলে হস্তশিল্প খাতের টেকসই উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশাবাদী ।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির Centre for Entrepreneurship Development (CED)-এর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক মিটিংয়ে বাংলাক্রাফট-এর অংশগ্রহণ

দেশীয় হস্তশিল্পকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে এবং এই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি টেকসই ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ ২২ এপ্রিল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির Centre for Entrepreneurship Development (CED)-এর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক মিটিংয়ে অংশ নিয়েছে বাংলাক্রাফট। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বাংলাক্রাফটের সম্মানিত সেক্রেটারি এবং ব্র্যান্ডিং ম্যানেজার।

আমাদের হস্তশিল্প খাতের অপার সম্ভাবনাগুলোকে কীভাবে অ্যাকাডেমিক রিসার্চ এবং আধুনিক বিজনেস মডেলের মাধ্যমে আরও গতিশীল করা যায়, তা নিয়েই মূলত আজকের এই আলোচনা।

মিটিংয়ের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল:

ইনোভেটিভ মার্কেট লিংকেজ ও ব্র্যান্ডিং: দেশীয় কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যকে আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে মানানসই করে প্রিমিয়াম মার্কেটে তুলে ধরার জন্য একটি টেকসই ব্যবসায়িক কাঠামোর (Social Enterprise Model) রূপরেখা প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা।

গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি: বাংলাদেশের হস্তশিল্পকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে এবং বিদেশি ক্রেতা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সরাসরি সংযোগ বাড়াতে ভবিষ্যৎ যৌথ উদ্যোগ ও বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাক্রাফটের দীর্ঘদিনের ট্রেড অভিজ্ঞতা এবং

২৯ এপ্রিল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ও Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) এর যৌথ উদ্যোগে ৪৬তম পরামর্শক কমিটি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ এপ্রিল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ও Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) এর যৌথ উদ্যোগে ৪৬তম পরামর্শক কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭ প্রণয়নকে কেন্দ্র করে এ সভায় দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান এফসিএমএ এবং সভা সঞ্চালনা করেন এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুর রহিম খান। সারা দেশের বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভা দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখে তাদের দাবি-দাওয়া ও সুপারিশ তুলে ধরার সুযোগ পান। এবারের সভায় বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং তারা জোরালোভাবে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেন।

সভায় উপস্থিত মন্ত্রীদ্বয়ের বক্তব্য থেকে আসন্ন বাজেট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে-

- বিনিয়োগ আকর্ষণে একটি বৃহৎ বাজেট প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর হ্রাসের সম্ভাবনা সীমিত, তবে Ease of Doing Business উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিধি বাড়াতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যা ব্যক্তি পর্যায়েও বিস্তৃত হতে পারে।
- রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
- সকলের জন্য ইউনিফাইড ট্যাক্স কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
- এলডিসি গ্রাজুয়েশন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সময় বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা চলছে। সভায় হস্তশিল্প খাতের প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাক্রাফট-এর সেক্রেটারি জনাব রফিকুল ইসলাম। তিনি খাতটির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয়ে মতামত প্রদানের চেষ্টা করেন। বাংলাক্রাফট মনে করে, এ ধরনের উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ দেশের হস্তশিল্প খাতের উন্নয়ন, নীতিগত সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Project RISH
A concern of Banglacraft

প্রজেক্ট 'RISH' (ঋষ): দেশীয় ঐতিহ্যের আধুনিক রূপান্তর ও টেকসই আভিজাত্যের এক নতুন অধ্যায়

বাংলাদেশের হস্তশিল্পের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। হাজার বছর ধরে আমাদের তৃণমূলের কারিগররা যে নৈপুণ্য দেখিয়ে আসছেন, তা বৈশ্বিক মানদণ্ডে অতুলনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের এই অমূল্য ঐতিহ্যকে কেবল 'সাধারণ ব্যবহার্য পণ্য' বা বেসিক ইউটিলিটি হিসেবেই বাজারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঠিক রূপরেখা এবং আধুনিক ব্র্যান্ডিংয়ের অভাবে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম মার্কেটে এটি তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থান এবং স্বীকৃতি তৈরি করতে পারেনি।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তন করার একটি সাহসী এবং স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ হলো বাংলাক্রাফটের নতুন প্রজেক্ট 'RISH' (ঋষ)। এটি কেবল নতুন একটি ব্র্যান্ড নয়, বরং এটি দেশীয় হস্তশিল্পের সংজ্ঞাকে সম্পূর্ণ নতুন করে লেখার একটি ভিশনারি পদক্ষেপ। 'RISH' এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সাধারণ হস্তশিল্পকে একটি প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল এক্সপেরিয়েন্সে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছি, যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বমঞ্চে নিজস্ব আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়াবে।

RISH'-এর মূল ডিজাইন ফিলোসফি বা দর্শন হলো 'Affordable Luxury' বা সাশ্রয়ী আভিজাত্য।

আমরা আমাদের দেশীয় কাঁচামাল এবং ঐতিহ্যবাহী বুননকে আধুনিক বিশ্বের মিনিমালিস্ট, নর্ডিক (Nordic) এবং জিওমেট্রিক ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে যুক্ত করছি।

এটি শুধু একটি প্রোডাক্ট লাইন নয়, বরং এটি একটি রুচিশীল লাইফস্টাইল স্টেটমেন্ট।

এই প্রজেক্টের কোর বিজনেস কাঠামোটি একটি বিশুদ্ধ 'সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ' (Social Enterprise) মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আর এই ইকোসিস্টেমের সবচেয়ে বড় শক্তি হলেন আমাদের সম্মানিত সদস্য এবং কারিগররা। প্রথাগত সাপ্লাই চেইনের মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করে, আমরা একটি অত্যন্ত স্ট্র্যাটেজিক 'কনসাইনমেন্ট মডেল' বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে আমাদের সদস্যরা কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি 'RISH'-এর প্রিমিয়াম প্ল্যাটফর্মের সোর্সিং পার্টনার হিসেবে যুক্ত হবেন। এই কনসাইনমেন্ট মডেলে সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং পেমেন্ট প্রক্রিয়াটি হবে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ। সদস্যরা 'RISH'-এর আধুনিক ডিজাইন গাইডলাইন ও কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তাদের সেরা পণ্যগুলো আমাদের ইনভেন্টরিতে প্রদান করবেন। পণ্যগুলোর হাই-এন্ড ব্র্যান্ডিং, প্রিমিয়াম প্যাকেজিং এবং গ্লোবাল মার্কেটিংয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে 'RISH'। পণ্যটি সফলভাবে ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর পর, একটি সুনির্দিষ্ট এবং পূর্বনির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে সদস্যদের পেমেন্ট বা বিক্রয়মূল্য ক্লিয়ার করে দেওয়া হবে। নিখুঁত উৎপাদন আপনাদের, আর প্রিমিয়াম ভ্যালুর নিশ্চয়তা 'RISH'-এর।

বাংলাদেশ খুব দ্রুত ২০৩০ সালের মধ্যে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিশাল অর্থনৈতিক রূপান্তরে আমাদের হস্তশিল্প খাতকে আর কেবল ক্ষুদ্র পরিসরে আটকে রাখার সুযোগ নেই। 'Project RISH' হলো সেই পরিবর্তনের কান্ডারি, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম হিসেবে আমাদের মেম্বারদের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে গ্লোবাল লাক্সারি স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত হওয়ার এই আধুনিক ও অভিজাত যাত্রায় আমাদের সকল সদস্যকে আমরা এই অংশীদারিত্বে স্বাগত জানাই।

প্রথম আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী: বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের শৈল্পিক পদচিহ্ন

বাংলাদেশের হস্তশিল্প খাত বর্তমানে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কারিগরদের অসামান্য সৃজনশীলতা এবং বৈচিত্র্যময় পণ্য এখন আর কেবল দেশীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকার মতো নয়। ২০৩০ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি হওয়ার যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হস্তশিল্প খাতকে একটি গ্লোবাল পাওয়ারহাউস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এখন সময়ের দাবি। সেই সুদূরপ্রসারী ভিশন থেকেই বাংলাক্রাফট আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো "ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডিক্রাফট এক্সিবিশন"।

এই প্রদর্শনী কেবল একটি মেলা বা পণ্য প্রদর্শনীর আসর নয়; এটি হবে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ের একটি নতুন মাইলফলক। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের হস্তশিল্পকে কেবল ইউটিলিটি বা সাধারণ ব্যবহারের পণ্য হিসেবে দেখা হলেও, এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা একে 'গ্লোবাল লাক্সারি' এবং 'প্রিমিয়াম আর্ট' হিসেবে তুলে ধরব। বিশ্বের বড় বড় বায়ার, ডিজাইন হাউস এবং কিউরেটরদের সামনে আমাদের নিজস্ব সত্তাকে এক অনন্য উচ্চতায় উপস্থাপন করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

প্রদর্শনীটির মূল দর্শন হবে "ঐতিহ্যের আধুনিকায়ন"। আমরা এমন একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি যেখানে বাংলাদেশের আদি ও অকৃত্রিম লোকজ শিল্পগুলো আধুনিক বিশ্বের নান্দনিক চাহিদার সাথে একাত্ম হবে। এটি হবে একটি ব্রিজিং পয়েন্ট, যেখানে বিশ্বখ্যাত ডিজাইনারদের ইনসাইট এবং আমাদের তৃণমূল কারিগরদের হাতের জাদু মিলেমিশে এক নতুন ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করবে। এই প্রদর্শনীর প্রতিটি গ্যালারি ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরবে এক একটি ছোট বাংলাদেশ, যেখানে আভিজাত্য এবং গল্পের কোনো অভাব নেই।

এই মেগা ইভেন্টটি আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। এখানে একদিকে যেমন আমাদের

রফতানিকারকরা সরাসরি আন্তর্জাতিক বায়ারদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাবেন, অন্যদিকে আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কারিগররা বিশ্ববাজারের রুচি ও গুণগত মান সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন আয়োজন নয়, বরং একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা আমাদের দেশীয় উৎপাদকদের গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের সাথে সরাসরি যুক্ত করবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লেন্স থেকে দেখলে, এই প্রদর্শনী আমাদের ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি হওয়ার স্বপ্নকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করবে। আমরা আর কেবল সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে নয়, বরং উচ্চমূল্যের ক্রিয়েটিভ ইকোনমির দেশ হিসেবে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করব। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে যে বিশাল বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে, তা সরাসরি আমাদের প্রান্তিক কারিগর এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং পুরো খাতের টেকসই উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। এটি হবে এক টেকসই প্রবৃদ্ধির সূচনা।

পরিশেষে, প্রথম আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনন্য শিল্পবিপ্লব। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের হস্তশিল্পের আভিজাত্য এবং শৈল্পিক গুণ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। বাংলাক্রাফটের এই মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা এমন একটি পথ তৈরি করছি, যেখানে আমাদের মেম্বার ও কারিগররা বিশ্ববাজারে সম্মানের সাথে নিজ নিজ অবস্থান সুসংহত করবেন। আগামীর এই ঐতিহাসিক পথচলায় এবং দেশীয় শিল্পের এই নতুন জয়যাত্রায় আমাদের সকল অংশীদার ও স্টেকহোল্ডারদের স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাক্রাফট)
Bangladesh Handicrafts Manufacturers & Exporters Association (BANGLACRAFT)
"ফেয়ার দিয়া কমপ্লেক্স" ১১/৮/ই (৪র্থ তলা) ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৪১০৬২৫২৬, ই-মেইল: info@banglacraft.org ,ওয়েবসাইট: www.banglacraft.org